১০ই মার্চ প্রাথমিক শিক্ষকদের দেশব্যাপী হরতালের কর্মসূচী

(ইত্তেফাক রিপোর্ট)

বায়তুল মোকাররম চত্বর ছাপাইয়া আউটার ষ্টেডিয়াম ও হকার্স মার্কেট এলাকাজোড়া বিরাট শিক্ষক সমাবেশের মাধ্যমে গতকাল (শুক্রবার) সকাল ৮টায় রাজধানীতে প্রাথমিক শিক্ষকদের মহাবিক্ষোভের দ্বিতীয় দিবসের সূচনা হয়। সতেরটি রাজনৈতিক বিরোধী দল শিক্ষকদের মর্যাদার দাবী আদায় না হওয়া পর্যন্ত সংগ্রাম অব্যাহত রাখার কথা ঘোষণা করে। পৌনে একটা হইতে কয়েক ঘণ্টার বিরতির পর রাজনৈতিক বিরোধী দলের নেতৃবৃন্দের উপস্থিতিতে শিক্ষক সমিতির সভাপতি জনাব আবুল কালাম আজাদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এক বৈঠকে স্থির করা হয় যে, দাবী আদায় না হইলে শিক্ষক সমিতি ১০ই মার্চ দেশব্যাপী পূর্ণ দিবস হরতাল পালন করিবে এবং বিরোধীদলগুলি উহার প্রতি সমর্থন জানাইবে। প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির সভাপতি বর্ধিত বিজ্ঞান ভবন প্রাঙ্গণে গত সন্ধ্যার পরে একথা ঘোষণা করিয়া জানান, দেশব্যাপী প্রাথমিক শিক্ষকদের ধর্মঘট অব্যাহত থাকিবে।

শিক্ষক সমিতি সভাপতির বাসভবনে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের বৈঠকের সিদ্ধান্ত গতকাল সন্ধ্যা ৬ টায় শহীদ মিনারে ঘোষণা করার কথা থাকিলেও ইহার পূর্বেই পুলিশ ও আনসার বাহিনী শহীদ মিনার এলাকা সম্পূর্ণ ঘেরাও করিয়া ফেলে। বাঁশ ও কাঁটা তারের ব্যারিকেডের বাহিরের দুই তিন সারি পুলিশ ও আনসার সমগ্র এলাকাটি পাহারা দিতেছিল।

রমনা গ্রীনে সরকারী দলের যুব সংগঠন ৩৫ মিনিটের মধ্যে গতকাল (শুক্রবার) বিকালে একুশের স্মরণ সভা শেষ করে এবং কাল বিলম্ব না করিয়া বারো জন মন্ত্রী ও মূল দলের জনাপাঁচেক কেন্দ্রীয় নেতা সভা গুটাইয়া মিছিল সহকারে শহীদ মিনারের বহিরাঙ্গন নিয়ন্ত্রণের জন্য পুরাতন হাইকোর্ট ও কার্জন হলের চৌমুহনীতে চলিয়া যান।

পাঁচটার পূর্ব হইতে সেখানে সরকারী দলের নগর শাখার নেতারা ট্রাকে মঞ্চ সাজাইয়া বেশ কিছু সমর্থকসহ অপেক্ষা করিতেছিলেন। সাড়ে ৫ টার মধ্যে দসাসই লাঠির মাথায় লাল সালুর ন্যাকড়া জড়াইয়া শ্রমিক এলাকার সরকার দলীয় বাহিনী দশবারোটি ট্রাকযোগে সেখানে পৌঁছে।

পুরাতন হাইকোর্ট মোড় হইতে বিশ্ববিদ্যালয় খেলার মাঠের শেষ প্রান্ত পর্যন্ত সড়কটি সরকারী দলের বিভিন্ন অঙ্গদল রাত পর্যন্ত নিয়ন্ত্রণে রাখে।

শহীদ মিনারে ৬টার পূর্ব-ঘোষিত সমাবেশে যোগদানের জন্য অগ্রসরমান প্রাথমিক শিক্ষকরা মাথায় কালো ফিতা বাঁধা এবং লাল ন্যাকড়া জড়ানো লাঠিধারী একদল কর্মীরা নিয়ন্ত্রিত রাজপথে পা দিয়া ভীত বিহ্বল হইয়া পড়েন। কার্জন হলের কোনায় মাগরেবের নামাজের পর একবার এবং রাত ৮ টার দিকে একবার—দুইদফা এই সব লোকজন শিক্ষক ও পথচারীদের উপর লাঠি চালায়। সন্ধ্যার পরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মেডিক্যাল সেন্টারের সংলগ্ন পথেও শিক্ষকদের উপর আবার লাঠিচার্জ হয়।

সন্ধ্যার দিকে শিক্ষকদের বিক্ষোভ প্রকাশ্য "নিপাত যাক" ধ্বনির পর্যায়ে উন্নীত হয় এবং তোপখানা রোড, রমনাগ্রীনের পার্শ্ববর্তী সড়ক, বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা ধরিয়া খণ্ড খণ্ড মিছিল যোগে শিক্ষকরা শ্লোগান দিতে থাকেন। অনেক ছাত্রসংগঠনও শিক্ষকদের সমর্থনে বিক্ষোভ শুরু করে।

রাত ১২টায় ২ জন প্রধান শিক্ষয়িত্রীসহ ৪ জন শিক্ষয়িত্রী বিশ্ববিদ্যালয়ের কলাভবন প্রাঙ্গণে আমরণ অনশন শুরু করিয়াছেন। বর্ধিত বিজ্ঞান ভবনে শিক্ষক সমিতির মঞ্চে পালাক্রমে ছাত্র নেতৃবৃন্দ রাত সাড়ে ৯টা পর্যন্ত বক্তৃতা করিতেছিলেন।

অনশনকারী চারজন শিক্ষয়িত্রী হইলেন কুষ্টিয়ার পটিতাবাড়িয়ার সৈয়দা মোসলেমা খাতুন, মীরপুরের মিসেস নাজমা আখতার জিলি, শেরেবাংলানগরের শাহেলা বানু, চট্টগ্রাম ডবল মুরিং-এর মিসেস উম্মে সালমা।

বিশ্ববিদ্যালয়ের বারান্দা, ষ্টেশন, বন্ধু-পরিজনের বাসভবনে রাত যাপন, পায়ে হাঁটিয়া বায়তুল মোকাররম হইতে বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা পর্যন্ত অন্তহীন ঘোরাঘুরির মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষকগণ ক্ষুৎ পিপাসায় কাতর হইয়া পড়েন। প্রৌঢ় শিক্ষকদের চোখে মুখে, বসনবাসনে দারিদ্র্যের ছাপ ও জীবন সংগ্রামের ক্লান্তির ছাপ ছিল লক্ষণীয়।

গতকাল অপরাহ্ন ৩ টার দিকে শিক্ষক সমিতি সভাপতির বাস ভবনে বৈঠকে যোগদান করেন আওয়ামী লীগের জনাব আবদুর রাজ্জাক; জাসদের জনাব আ স ম আবদুর রব, জামাতে ইসলামের জনাব ইউসুফ আলী ও জনাব মতিউর রহমান নিজামী, আওয়ামী লীগের (মিজান) জনাব নূরে আলম সিদ্দিকী ও জনাব আবদুর রউফ, ডেমোক্রেটিক লীগের জনাব আল মুজাহিদী, আইডিএল-এর সৈয়দ নূরুল হক ও শেখ এ আলী, সিপিবির জনাব মঞ্জুরুল আহসান ও জনাব মতিউর রহমান, ইউপিপির কাজী জাফর আহমদ ও জনাব মোস্তফা জামাল হায়দার, একতা পার্টির সৈয়দ আলতাফ হোসেন, গণতান্ত্রিক পার্টির জনাব সিরাজুল হোসেন, ওয়ার্কার্স পার্টির জনাব রাশেদ খান মেনন ও জনাব হায়দর আকবর খান রনো, লেবার পার্টির জনাব আবদুল মতিন, *শ্রমিক-কৃষক সমাজবাদী দলের মিঃ নির্মল সেন, মোস্তাপ, ন্যাপ (হারুন) ও জনতা পার্টির প্রতিনিধি।*

*নির্ভরযোগ্য সূত্রগুলি জানায়, বৈঠকে এই মুহূর্তেই পরবর্তী কর্মসূচী শুরু করার প্রসঙ্গ উত্থা*পিত হইয়াছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সকল দলের মতৈক্য প্রতিষ্ঠা করিতে গিয়া ১০ই মার্চ দেশব্যাপী হরতাল আহ্বানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

রমনা গ্রীনে সংক্ষিপ্ত যুব সমাবেশে সরকারী দলের তিনজন নেতা তাঁহাদের ভাষণে শিক্ষক ধর্মঘট হইতে উদ্ভূত পরিস্থিতিকে দেশ-বিদেশের বহুমাত্রিক ষড়যন্ত্র বলিয়া অভিহিত করেন এবং সতর্ক করিয়া দেন যে, দেশের সার্বভৌমত্ব ও আভ্যন্তরীণ শৃংখলা ভঙ্গের যেকোন চেষ্টা সরকারী দলের সমর্থকরা মোকাবিলা করিবে। তাঁহারা আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনাকে বিদেশী শক্তির তল্পিবাহক এবং 'আওয়ামী লীগের মধ্যে মীরজাফরের আবির্ভাব' বলিয়া বর্ণনা করেন। সরকারী দলের একজন যুবনেতা বলেন, ১৯৫২ হইতে ১৯৭১ এবং ১৯৭১ হইতে ৭৫ পর্যন্ত যে সকল শক্তি স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব চাহে নাই ও মানিয়া নেয় নাই তাহারাই এই ষড়যন্ত্রে নামিয়াছে। তাঁহারা বলেন, শিক্ষকদের সকল দাবী পূরণ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। এক শ্রেণীর কর্মীর দ্বারা নিয়ন্ত্রিত রাজপথের মাইক হইতে বলা হইতেছিল : "শহীদ মিনার যে কোন মূল্যে নিয়ন্ত্রণে রাখা হইবে।"

এদিকে রাত সাড়ে ৯টা পর্যন্ত বর্ধিত বিজ্ঞান ভবন প্রাঙ্গণে সমাবেশের পর শিক্ষকরা দিবসের কর্মসূচী শেষ করেন। গতকাল সকালে বায়তুল মোকাররম চত্বরে সমাবেশের পর রাজপথে অবস্থান ধর্মঘট করার কথা থাকিলেও তাহা হয় নাই।

আজ একুশের প্রভাতে সাড়ে ৬টায় শহীদ মিনারে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করিয়া শিক্ষকগণ নগর প্রদক্ষিণের মাধ্যমে মহাবিক্ষোভের কর্মসূচী সমাপ্ত করিবেন বলিয়া জানা গিয়াছে।

প্রাথমিক শিক্ষক ধর্মঘটের সমর্থনে গতকাল দেশের বিভিন্ন অংশে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ধর্মঘট পালিত হয়।

প্রাথমিক শিক্ষকদের মহাবিক্ষোভের দ্বিতীয়দিনে গতকাল (শুক্রবার) বায়তুল মোকাররম চত্বরে এক বিরাট শিক্ষক জনসমাবেশে আওয়ামী লীগ ও জাসদসহ অধিকাংশ বিরোধী দল প্রাথমিক শিক্ষকদের দাবী আদায়ে প্রত্যক্ষ সংগ্রামে অবতীর্ণ হওয়ার অঙ্গীকার করে।

সমাবেশে বিরোধী রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ ঘোষণা করেন যে, প্রাথমিক শিক্ষকদের সরকারী *কর্মচারীর মর্যাদা ও সুযোগ-সুবিধা অক্ষুন্ন রাখার সংগ্রাম চলিবে এবং যে কোন মূল্যে প্রাথমিক শিক্ষকদের স্থানীয় সরকারের হাতে দেওয়ার সরকারী চক্রান্ত প্রতিহত করা হইবে।*

সভায় সভাপতিত্ব করেন প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির সভাপতি অধ্যাপক আবুল কালাম আজাদ ও স্ব স্ব দলের পক্ষে প্রত্যক্ষ সংগ্রামের কথা ঘোষণা করিয়া বক্তৃতা করেন আওয়ামী লীগের (হাসিনা) সৈয়দা জোহরা তাজউদ্দিন ও জনাব আবদুর রাজ্জাক, জাসদের জনাব আ, স, ম, আবদুর রব, আওয়ামী লীগের (মিজান) জনাব নূরে আলম সিদ্দিকী, শ্রমিক-কৃষক সমাজবাদী দলের মিঃ নির্মল সেন, ওয়ার্কার্স পার্টির জনাব রাশেদ খান মেনন, ন্যাপের (মোঃ) পীর হাবিবুর রহমান, ন্যাপের (হারুন-পঙ্কজ) চৌধুরী হারুনুর রশীদ, ডেমোক্রেটিক লীগের জনাব আল মুজাহিদী, ইউপিপির কাজী জাফর আহমদ, জাতীয় জনতা পার্টির সৈয়দ মাযহারুল হক বাকী, বাংলাদেশের কমিউনিষ্ট পার্টির জনাব মনজুরুল আহসান, বাসদের জনাব আবদুল্লাহ সরকার, জামাতে ইসলামের জনাব এ, কে, এম, ইউসুফ, লেবার পার্টির মওলানা আবদুল মতীন, গণতান্ত্রিক কর্মী শিবিরের জনাব নূরুল হক চৌধুরী মেহদী, ভাসানী ন্যাপের (নাসের) জনাব মিসির আহমদ ভূঞা, ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক পার্টির মেজর (অবঃ) আফসার উদ্দিন ও জাগপার জনাব শফিউল আলম প্রধান।

সভার শুরুতে অধ্যাপক আবুল কালাম আজাদ বঙ্গবন্ধু সরকারের আমলে প্রাথমিক শিক্ষকদের সরকারী কর্মচারীর মর্যাদা ও সুযোগ-সুবিধা প্রদানের কথা কৃতজ্ঞতাভরে স্মরণ করেন ও বঙ্গবন্ধু, জাতীয় ৪ নেতা, কর্ণেল তাহের, জেনারেল খালেদ মোশাররফ প্রমুখের আত্মার মাগফেরাত কামনা করেন। তিনি সকল রাজবন্দীরও মুক্তি দাবী করেন। তিনি অভিযোগ করেন যে, বিক্ষোভরত শিক্ষকদের তৃষ্ণা মেটানোর জন্য ওয়াসার নিকট হইতে মূল্যের বিনিময়ে পানি চাহিয়াও পাওয়া যায় নাই। তিনি বলেন, সরকার পানি দিতে নিষেধ করিয়াছেন বলিয়া ওয়াসার চেয়ারম্যান তাহাকে জানান। বিক্ষোভে অংশগ্রহণেচ্ছু শিক্ষকদের ঢাকা আসার পথেও বাধা প্রদান করা হয় বলিয়া তিনি অভিযোগ করেন।

প্রাথমিক শিক্ষকদের দাবীর সমর্থনে গতকাল (শুক্রবার) অপরাহ্নে বায়তুল মোকাররম প্রাঙ্গণে আয়োজিত জাসদের এক জনসভায় দলীয় নেতৃবৃন্দ বলেন, গণতান্ত্রিক পদ্ধতির মাধ্যমেই শিক্ষকগণ দাবী আদায় করিতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু